بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
৩ জুন ২০২২

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধানের সাথে ভার্চুয়াল (অনলাইন) সভায় মিলিত হওয়ার সম্মান লাভ করলো যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াকফে নও খোদ্দাম সদস্যবৃন্দ

যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণে একটি সর্বাঙ্গীন দৃষ্টিভঙ্গীর আবশ্যকতার বিষয়ে মত ব্যক্ত করে হুযূর আকদাস বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন, আর সমাজ ও গণমাধ্যমেরও নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে

২৯ মে ২০২২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াকফে নও স্কীমে অন্তর্ভুক্ত ১৫ বছরের উর্ধ্বের পুরুষ সদস্যদের সাথে এক ভার্চুয়াল (অনলাইন) আনুষ্ঠানিক সভায় মিলিত হন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব-প্রধান ও পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ্ হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)।

হুযূর আকদাস টিলফোর্ডের ইসলামাবাদে এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডিও থেকে এ সভার সভাপতিত্ব করেন, আর ওয়াকফে নও সদস্যবৃন্দ যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে অবস্থিত বায়তুর রহমান মসজিদে সমবেত হন।

পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত দিয়ে শুরু হওয়া কিছু আনুষ্ঠানিকতার পর অংশগ্রহণকারীগণ তাদের ধর্মবিশ্বাস ও সমসাময়িক বিষয়াবলি সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে হুযূর আকদাসের নিকট প্রশ্ন করার সুযোগ লাভ করেন।

একজন ওয়াকফে নও গত সপ্তাহে টেক্সাসের উভাল্ডে-তে একটি স্কুলে গোলাগুলির ঘটনার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, আমেরিকায় জনসমাগমে গোলাগুলির ঘটনা ক্রমশ নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে উঠছে। তিনি হুযূর আকদাসের নিকট পরামর্শের অনুরোধ করেন যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কী করতে পারে।

বিভিন্ন অন্তর্নিহিত সমস্যার সমাধানকল্পে বিস্তৃত এক উত্তরে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“প্রজ্ঞা প্রদর্শন করো, বিবেচনাহীন হয়ো না। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের এবং সেই সাথে সরকারের প্রথম কর্তব্য। যেখানে হতাশা বিরাজ করে, সেখানে এরকম নৃশংসতা দেখা দেয়। তুমি যদি তোমার দায়িত্ব-কর্তব্য ভুলে যাও, জীবনের উদ্দেশ্য ভুলে যাও তখন এমন নৃশংসতা ঘটে। তাই এটি আহমদী মুসলমানদের দায়িত্বে যে, তারা যেন প্রকৃত মুসলমান হিসেবে, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি জাগ্রত করে। সুতরাং, সৃষ্টিকর্তার প্রতি তোমার কর্তব্য পালন করো। তুমি জানো যে, কেবল পার্থিব লক্ষ্যের পেছনে ছুটতে থাকা জীবনের উদ্দেশ্য নয়, বরং আল্লাহ্‌র ইবাদত করা, তাঁর সামনে ঝুঁকা (তোমার জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য), আর সর্বদা পরকালের জীবনের দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখো। আর তখন তোমার জানতে হবে যে, একজন ধার্মিক ব্যক্তি হিসেবে ও একজন মানুষ হিসেবে, আমাদের ওপর অর্পিত দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে একে অপরের প্রতি কর্তব্য পালন করা। সুতরাং নিজের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে দখল করার চেষ্টা না করে, তোমার উচিত অন্যকে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদানে সচেষ্ট হওয়া। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তা উপলব্ধি করে এবং অন্যের প্রাপ্য প্রদান করে তাহলে এই হতাশা এমনিতেই দূর হয়ে যাবে।”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আগ্নেয়াস্ত্র আইন আরও কঠোর হওয়া উচিত এই উপদেশ দিতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“জনসমাবেশে গোলাগুলির এসব ঘটনা রোধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু আইনও প্রণয়ন করা উচিত। যদি কোনো বাধাই না থাকে, যদি প্রত্যেকে অস্ত্রের দোকানে যেতে পারে এবং যা পছন্দ তা কিনতে পারে, তাহলে যা ঘটছে তা এরই ফল। সুতরাং আমার অভিমত হল, সরকারের উচিত পদক্ষেপ নেওয়া এবং তাদের নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত। অন্ততপক্ষে, স্বয়ংক্রিয় ও আধা-স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে তাদের উচিত বয়সসীমা আরোপ করা।”

অস্ত্রের সহিংসতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষেত্রে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“একই সাথে টেলিভিশন, ইন্টারনেট অথবা মিডিয়া চ্যানেলসমূহে যেসকল অনুষ্ঠানাদি প্রদর্শন করা হয়, সেখানেও চরমপন্থা, সংঘাত ও সহিংসতা বিদ্যমান যা তরুণদের অস্ত্রের বিষয়ে পুলকিত করে। এটিও নিয়ন্ত্রণ করে বন্ধ করতে হবে। যতদূর আমাদের সম্পর্ক, আমাদের করার কিছুই নেই। বরং, আইনগত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা সরকারের

কর্তব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে আইনপ্রণেতাদের কোন আইন প্রণয়ণ করা উচিত। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পুরো পৃথিবীর মানুষের জন্য দোয়া করা, নিজেদের দেশের মানুষের জন্য দোয়া করা যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিবেক প্রদান করেন এবং মানুষের নিকট তবলীগ (প্রচার) করা ও তাদেরকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ সম্পর্কে বুঝানো।"

অপর এক ওয়াকফে নও সদস্য হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন যে, পাকিস্তানের মতো দেশসমূহে যেখানে আহমদীদের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে সেসব দেশের আহমদী মুসলমানদের কষ্ট লাঘব করতে, পরিস্থিতের উত্তরণে ওয়াকফে নও-রা কী করতে পারে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"তুমি কেবল এসকল মানুষের জন্য দোয়া করতে পারো। মুসলিম উম্মাহর জন্য দোয়া করো যে, তারা যেন সম্বিত ফিরে পায় এবং যুগের সংস্কারককে গ্রহণ করার চেষ্টা করে, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের সংস্কার এবং সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করেছেন ... অন্যথায়, ঐসকল দেশে, যেখানে বিরোধিতা রয়েছে, তুমি কিছুই করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমার কাছে কোন ক্ষমতা থাকে আর বর্তমানে আমাদের কাছে সেই ক্ষমতা নেই। তাই এক হাদীসে আছে যে, যদি তোমার কাছে ক্ষমতা থাকে, তখন তোমার উচিত নিজ হাতে নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দমন করা। যদি তোমার সেরকম ক্ষমতা না থাকে, তাহলে অন্তত মানুষের সাথে কথা বলে, তাদেরকে বিবেকবান হতে উপদেশ দিয়ে তা বন্ধ করতে হবে। তাও যদি সম্ভব না হয়, তাদের জন্য দোয়া করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর হাদীসে এটাই বলা আছে। সুতরাং, তাদের জন্য দোয়া করো। এটিই একমাত্র সমাধান। তুমি যদি তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করো, আল্লাহ্ চাইলে তুমি ফলাফল দেখতে পাবে। আমি আশা করি, আমরা পৃথিবীকে পরিবর্তন করবো, ইনশাআল্লাহ্।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে বলেছেন, তিনি এ পৃথিবীতে দোয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন সাধন করবেন। সুতরাং, আমাদের হাতে এই অস্ত্রই রয়েছে যা আমাদের যথাযথভাবে ব্যবহার করা উচিত। এর ওপর আমল করো এবং কতদূর নিজেকে আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী করতে পারো, নিজেকে তাঁর ইবাদতে নিমজ্জিত রাখতে পারো সে প্রচেষ্টা করো। নামাযের সময় আন্তরিকতার সাথে দোয়া করো, যেন আল্লাহ্ তা'লা তোমার দোয়া শুনেন। সুতরাং, এখন আমাদের নিজেদের বিশ্লেষণ করা উচিত। আমরা কি সেই কথাই বলছি যা আমরা চাই, যা আমরা প্রচার করি, যা আমরা কামনা করি? যদি আমাদের নিজেদের আমল এক না হয়, তখন আমাদের দোয়া সেভাবে গৃহীত হবে না যেভাবে আমরা চাই। সুতরাং এর ওপর মনোনিবেশ করো।"

একটি প্রশ্ন ছিল কীভাবে কোনো একজন তার বিশ্বাসের ওপর দৃঢ় থাকতে পারেন এবং জীবনের নানা পর্যায় অতিক্রম করার সময় দুর্বল হয়ে পড়া থেকে রক্ষা পেতে পারেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"উর্দুতে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে আছে, তাকে তুমি জাগাতে পারো। কিন্তু, যে ব্যক্তি জেগে আছে, কিন্তু ঘুমানোর ভান করে আছে, তাকে তুমি জাগাতে পারো না। সুতরাং তুমি তোমার ত্রুটিগুলো জানো। তুমি জানো যে, মাঝেমাঝে তুমি সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হও - সে সময়ে তোমার ইস্তিগফার [আল্লাহ্ তা'লার কাছে অনুতাপ প্রকাশ করা] করা উচিত। এই দোয়া করো যে, 'আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয় যাচনা করছি।' আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তোমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। সুতরাং, তুমি যদি তোমার পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করো, মহানবী (সা.)-এর নির্দেশনা ও দেখানো পথ অনুসারে তাহলে নামাযে দোয়া করো যেন মহান আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে সঠিক পথে পরিচালনা করেন। এটিই একমাত্র সমাধান।"

সেই ওয়াকফে নও খাদেমকে আরও উপদেশ দিতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কোন কোন সময়ে এমন হয় যে, জাগতিক কোন কারণে তুমি (সঠিক পথ থেকে) বিচ্যুত হও, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআনে বলেছেন যে, যখনই তুমি বুঝতে পারবে তুমি খারাপ পথে যাচ্ছো, থামো এবং সংশোধন হও। আল্লাহর কাছে দোয়া করো যেন তিনি তোমাকে পরবর্তীতে ঐ পাপ বা খারাপ কাজে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তোমাকে খারাপ কাজ থেকে রক্ষার করার সর্বোত্তম উপায় হলো ইস্তেগফার এবং সেই সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যার নির্দেশ আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, আর যার গূঢ়তত্ত্ব ও ব্যবহারিক পদ্ধতি মহানবী (সা.) আমাদের শিখিয়ে গেছেন এবং যার মর্ম এ যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.) পুনর্ব্যক্ত করেছেন।"

এক যুবক উল্লেখ করেন যে, তিনি কায়েদ (মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার যুবনেতা) হিসেবে সেবা প্রদান করছেন এবং জিজ্ঞেস করেন আল-ওসীয়্যতের মতো পবিত্র স্কীমে কীভাবে যুবকদের যোগদানে আগ্রহী এবং অনুপ্রাণিত করে তোলা যায়।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"কায়েদ অর্থ কী? কায়েদ মানে নেতা। সুতরাং, তুমি হলে নেতা। যদি তোমার কথা ও তোমার কাজ এক হয় তাহলে মানুষ তোমাকে অনুসরণ করবে। তারা তোমার কথা শোনার চেষ্টা করবে। সুতরাং, তারা যদি দেখে তুমি তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল তারা তোমার নিকটবর্তী হবে। তুমি যখনই কথা বলবে তারা তা শোনবে এবং তা মেনে চলার চেষ্টা করবে। সুতরাং, প্রথম বিষয় হচ্ছে নিজেকে সংশোধন করো। এমন একজন মানুষে পরিণত হও যে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ও কুরআনকে অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত, তোমার বন্ধুবান্ধব, তোমার খোদ্দামকে এটি অনুধাবনের সুযোগ দাও যে, তুমি যা বলো, তা আমল করো। এরপর তাদের অনুভব করাও যে, তুমি তাদের প্রতি প্রকৃতই সহানুভূতিশীল। সুতরাং তাদেরকে অনুভব করাও যে, তুমি চাও তারা যেন সঠিক পথে পরিচালিত হয়।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরও বলেন:

"সুতরাং, এই সকল বিষয়গুলো যখন তোমার মাঝে প্রতিফলিত হবে, তখন অন্যান্য খোদ্দাম তোমাকে অনুসরণ করবে। তারা তোমার কথা শোনবে। তখন তুমি তাদেরকে বুঝাতেও সক্ষম হবে যে, ওসীয়্যত এক মহতি স্কীম। আমরা যদি এই স্কীমে যোগদান করি আল্লাহ্ তা'লাও আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সংশোধন হওয়ার

সুযোগ প্রদান করবেন ... কেউ যদি ওসীয়্যত স্কীমে যোগদান করে এবং সে প্রকৃত আনুগত্যকারী হয়, আর সে আল-ওসীয়্যত বইটি পড়ে, তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে তার কর্তব্য কী কী এবং তার কীরূপ আচরণ করা উচিত।"

পৃথিবীতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন করতে ওয়াকফে নও সদস্যদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরতে গিয়ে, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"ওয়াকফে নও হিসেবে, এটি তোমাদের আবশ্যকীয় দায়িত্ব যে, তোমরা অন্যদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত হও। তোমরা সেই সকল মানুষ যারা পৃথিবীকে সংশোধনের অঙ্গীকার করেছো। তোমরা তারা, যাদের পিতামাতা অঙ্গীকার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে তোমরাও অঙ্গীকার করেছো যে, তোমরা পৃথিবীতে পরিবর্তন আনয়ন করবে এবং সমগ্র মানবজাতিকে ইসলাম ও আহমদীয়াতের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে একত্র করবে এবং তাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ও মানুষের প্রতি দায়িত্বাবলি সম্পর্কে উপলব্ধি করাবে। সুতরাং, তুমি যদি এসকল কাজ করতে থাকো তখন তোমার কথায় শক্তি থাকবে এবং এমনকি কিছু না বললেও তোমার কাজ তোমাকে অনুসরণের জন্য মানুষকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করবে।"

অপর এক প্রশ্নকারী হুযূর আকদাসকে জিজ্ঞেস করেন কীভাবে তিনি তাঁর উচ্চ শিক্ষার জন্য কৃষি বেছে নিয়েছিলেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"বাল্যকাল থেকেই কৃষির প্রতি আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। তাই আমি কৃষির বিষয় পড়তে চাইতাম; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি পারিনি। কিন্তু পরবর্তীতে অর্থনীতিসহ স্নাতক পর্যায়ের পড়াশোনা শেষ করার পর আমার পিতাও আমাকে বলেছিলেন, 'যদি সম্ভব হয়, তুমি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারো' ... সুতরাং, আমি কৃষি অর্থনীতিতে ভর্তি হই, অর্থাৎ যেখানে কৃষি ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়ন নিয়ে আলোচনা হয়। সুতরাং, সেখানে কৃষকের বিষয় নিয়ে কাজ করতে হয়। সেখানে ব্যবহারিক কৃষি সম্পর্কিত কিছু কোর্সও ছিল যেমন এগ্রোনমি (কৃষিতত্ত্ব) ও অ্যারেবল ফার্মিং (আবাদী জমিতে কৃষিকাজ), আর কেউ যদি বাইরে থেকে এসে থাকে, অর্থাৎ স্নাতক পাশের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে থাকে তাহলে তাকে কিছু পরিপূরক কোর্স করতে হয়। যেহেতু আমি কৃষি সম্পর্কে জানতাম, আর প্রথম থেকেই আমার প্রবল আগ্রহ ছিল, আমার পিতার সাথে প্রায়ই আমাদের পারিবারিক ফার্মে যেতাম, তাই আমি ভালো ফলাফলের সাথে সেই সকল পরিপূরক কোর্সগুলো সম্পন্ন করি এবং পরবর্তীতে আমার ডিগ্রি সম্পন্ন করি ... সুতরাং এটি ছিল মূল বিষয় যা আমাকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যায় এবং কৃষি বিষয়ে পড়ায়।"

সেই ওয়াকফে নও সদস্য হুযূর আকদাসকে আরও জিজ্ঞেস করেন যে, ইসলামে সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের জন্য জীবন উৎসর্গকারী হতে কী তাকে উৎসাহিত করে।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"একেবারে বাল্যকাল থেকেই আমি জীবন উৎসর্গকারী হতে চাইতাম, কারণ একবার আমি শুনেছিলাম আমার বাবা ও চাচা আলাপ করছিলেন যে, দুর্ভাগ্যবশত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিবারের মাত্র গুটিকয়েক সদস্য ওয়াকফে জিন্দেগী হচ্ছেন। সুতরাং, এটি আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে ছিল; কিন্তু আমি চাইনি, কোনো যোগ্যতা অর্জন না করেই ওয়াকফ করবো। সুতরাং, আমি যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই, সে সময়ে আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, যদি আমি ভাল ফলাফল অর্থাৎ 'এ' গ্রেড অর্জন করি তাহলে আমি ওয়াকফ করবো। আমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করেছিলাম যে, 'যদি তুমি মনে করো আমি ওয়াকফ করার যোগ্য তাহলে আমাকে ভাল ফলাফল দান করো। তুমি জানো – যতদূর আমার নিজের সম্পর্ক – আমি কিছুই না'। সুতরাং, আমি জানিনা কীভাবে কিন্তু আমি 'এ' গ্রেড পেয়ে যাই আর যখন আমি সেই ফলাফল লাভ করি, তখন আমি ওয়াকফে জিন্দেগীর আবেদন করতে পূর্ব থেকেই অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমি খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-এর কাছে পত্র লিখি যে, যেহেতু আমি আমার এমএসসি ডিগ্রি সম্পন্ন করে ফেলেছি, আর ভালো ফলাফলের সাথে অর্জন করেছি তাই আমি ওয়াকফ করতে চাই এবং তিনি তা মঞ্জুর করেন। পরবর্তীতে তিনি আমাকে আফ্রিকায় যেতে বলেন।"